১৩-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কেবল দুটো কথা মনে রেখো যে আমরা হলাম সৎগুরুর পৌত্র এবং ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিচ্ছি"

প্রশ্ন: - "চড়তে পারলে বৈকুন্ঠ রসের স্বাদ পাবে আর পড়ে গেলেই চুরচুর" - এই গায়ন কেবল তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্যদের জন্য নয় - কেন?

উত্তর: - কারণ তোমাদের সামনে এখন খুব উঁচু লক্ষ্য রয়েছে। তোমরা বাবার সাথে পরমধাম অর্থাৎ ঘরে যাও এবং তারপর নুতন দুনিয়াতে আসো। অন্য কারোর জন্য এইরকম গায়ন করা যাবে না। হয়তো ওদের মধ্যেও বড়-ছোট বিভিন্ন ক্রম থাকে, কিন্তু ওদের সামনে কোনো লক্ষ্য থাকে না। ওরা তো বৈকুন্ঠ রসের ব্যাপারে জানেই না। তোমরা বাচ্চারাই এখন বলছ যে আমাদেরকে সেই পথ ধরেই চলতে হবে যেখানে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে এবং খুব সাবধানে চলতে হবে।

গীত : - হমে উন রাহো পর চলনা হ্যায়
আমাদের সেই পথেই চলতে হবে, যেখানে ওঠা আর পড়া দুই-ই আছে

ওম্ শান্তি। যখন গান গুলো বাজে, তখন বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের জন্য এই গানগুলোর মধ্যেও জ্ঞান আছে। অজ্ঞানী মানুষের জন্য তো অজ্ঞান। জ্ঞানী আত্মার জন্য জ্ঞান আছে। তোমরা বুঝেছ যে বরাবর মায়ার তুফানই মাটিতে ফেলে দেয় এবং তারপর ঈশ্বর অর্থাৎ বাবা ওপরে তোলেন। যে ভূ-পতিত, তাকে জ্ঞান সঞ্জীবনী বুটি দেওয়া হয়। যদি কাম বিকারের তুফান আসে তাহলে পড়ে যায় এবং ক্রোধের তুফান আসলেও পড়ে যায়। এভাবেই নামতে আর উঠতে থাকে। চড়তে পারলে বৈকুন্ঠ রসের স্বাদ পাবে... - এই গান কেবল তোমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কারোর জন্য নয়। সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। হয়তো ওদের কাছেও অনেক ছোট ছোট সন্ন্যাসী আছে, কিন্তু ওদের তো কোনো লক্ষ্যই নেই। তোমাদের লক্ষ্য তো সবথেকে উঁচু। ওরা হয়তো শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ে বিদ্বান হয়ে যায়। কিন্তু রাজত্ব করার কোনো লক্ষ্য ওদের থাকে না। এখানে তো খুব উঁচু লক্ষ্য। বাচ্চারা জানে যে বেহদের বাপদাদা শিক্ষা দিচ্ছেন। মাম্মাও পড়ান এবং বাচ্চারাও পড়ায়। তোমরা হলে ঠাকুরদাদার পৌত্র। অমৃতসরে যখন দাদু-নাতি একসাথে থাকে, তখন বলা হয় - এটা হল সাত পুরুষ কিংবা এটা হল দুই পুরুষ। তোমরা বুঝেছ যে সত্যযুগে দেবতাদের বংশ চলবে। এক পুরুষ, দুই পুরুষ...। কিন্তু এখানে তোমাদের কোনো বংশ নেই। একজন ঠাকুরদাদা, একজন বাবা, একজন মাম্মা এবং বাকি সবাই সন্তান-সন্ততি। ঠাকুরদাদা এবং নাতি ছাড়া আর কিছুই এখানে বলা হবে না। এটা তো খুব সহজেই মনে রাখা যায়। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। ব্রহ্মা হলেন আমাদের বাবা। শিববাবা হলেন ঠাকুরদাদা। তাঁর কাছ থেকে সম্পত্তি পাওয়া যায়। কত সহজ ব্যাপার। আমরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র-পৌত্রী এবং ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। কেবল ব্রহ্মাই হলেন শিববাবার সন্তান। এমন বলা যাবে না যে আমরা হলাম বিষ্ণু-কুমারী কিংবা শংকর-কুমারী। কেবল ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। বাবা খুব সহজভাবে বোঝান। তোমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী হয়েছ। শিববাবা বলছেন, এইভাবে যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাও। অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে কারণ তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অন্য কাউকে স্মরণ করলে তো নরকের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকে নয়, ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা এবং জ্ঞান দাতা। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা শোনান। তখন এই ব্রহ্মাবাবাও শুনে নেন। ব্রহ্মার মুখ্য সন্তান হিসাবে সরস্বতীর গায়ন রয়েছে। ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী জগৎ অম্বার কতই না গায়ন আছে। ইনি শিববাবার কাছ থেকে ব্রহ্মাবাবার চেয়েও বেশি উত্তরাধিকার নেন। তাই আগে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ বলা হয়। তোমরা জানো যে আমরা হলাম জগৎ অম্বা এবং জগৎ পিতার সন্তান। তাহলে কেন না আমরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নেব? আমরা, ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র-পৌত্রী। এখানে আর কোনো দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পুরুষ নেই। প্রপৌত্র ইত্যাদি কিছুই নেই। এমন কে আছে যে ঠাকুরদাদাকে স্মরণ করে না? তোমরা জানো যে আমরা যত বেশি স্মরণ করব, তত বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকে এটা বোঝাতে পার যে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি বরাবর ব্রহ্মার দ্বারাই রচনা করেন। তারপর ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদেরকে বলেন - আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর, সকল দৈহিক সম্বন্ধকে ভুলে যাও।

কথিত আছে - কেউ মারা গেলে তার কাছে গোটা দুনিয়াটাই মৃত হয়ে যায়। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে তো আর কিছুই বাকি থাকে না, দেহের ভানও চলে যায়। এখন আমরা বাবার কাছে এসেছি। এরপর আমরা গৌরবর্ণ হয়ে যাব। এখন আমরা শ্যামবর্ণ আছি। এটা হল শ্যাম এবং সুন্দর হওয়ার নাটক। আত্মা পবিত্র এবং সুন্দর হয়ে যায়। এখন তোমরা আত্মারা আয়রন এজেড হয়ে গেছ, তাই শরীরটাও সেইরকম পেয়েছ। সত্যযুগে তোমরা ফর্সা ছিলে। গৌরবর্ণ বানানোর জন্য একজন সুন্দর যাত্রী আসেন। তিনি তো সর্বদাই গোরা আত্মা, কখনো কোনও খাদ পড়ে না। কারণ তিনি জন্ম-মরণের চক্রে আসেন না। কত সহজভাবে এইসব বোঝানো হয়। তা সত্ত্বেও এইরকম ঠাকুরদাদাকে ভুলে যায় এবং ত্যাগ করে দেয়। তাই বাবা বলেন, সবথেকে মহান মূর্খ এবং সবথেকে সেয়ানা দেখতে চাইলে এখানেই দেখ। এতটাই মূর্খ যে এই অতি সহজ দুটো কথাও বুঝতে পারে না। কেবল বুঝতে হবে যে আমি হলাম আত্মা এবং নিরাকার পরমাত্মা হলেন আমার ঠাকুরদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন নামিগ্রামী। তাঁর দ্বারা শিববাবা উত্তরাধিকার দেন। ব্রহ্মাকে এবং ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে দিলে তো আর উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না। বাবা কত সহজভাবে বোঝান। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শংকর হল সূক্ষ্মবতনবাসী। এদের মধ্যে ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। সূক্ষ্মবতনে মনুষ্যসৃষ্টি রচনা করা হয় না। শংকর কিংবা বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। প্রজাদের পিতা তো নিশ্চয়ই এখানেই থাকবেন। ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে ব্রাহ্মণরা বেরিয়েছে। ব্রাহ্মণদেরকে (লৌকিক) জিজ্ঞেস কর যে তোমরা কার বংশাবলী? এটা তো কেবল গায়ন হয়ে গেছে, বাস্তবে এইরকম হয়নি। তোমরা এখন জেনেছ যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। সেটা নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই করা হবে। সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণদেরকে অবশ্যই প্রয়োজন। কলিযুগের অন্তিমে তো শুদ্ররা আছে। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। এই শ্রীমৎ অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা বলা হয়। সেখানে কি শোনা হয়? নিশ্চয়ই যিনি শ্রী শ্রী তিনি জ্ঞান শুনিয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ বানিয়েছিলেন। বাস্তবে তোমরাই এখন বি.কে. হয়েছ। তোমরা বলো - বাপদাদা, আগের কল্পেও তোমার সাথে আমাদের মিলন হয়েছিল। আমরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে নিজ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য এসেছি। আচ্ছা, তাঁর দ্বারা আমরা সূর্যবংশী হয়েছিলাম, না কি চন্দ্রবংশী হয়েছিলাম? শ্রী নারায়ণকে বরণ করেছিলাম, না কি শ্রী রামকে? বাচ্চারা উত্তর দেয় - বাবা, আমি তো শ্রী নারায়ণকেই বরণ করব। কিন্তু পুনরায় ভুলে যায়। যিনি এত যোগ্য বানান, তাকেই ভুলে যায়। ঠাকুরদাদাকে এবং বাবাকে

যেন কেউ কখনো ভুলে না যায়। হঠাৎ করেই ত্যাগ করে দেয়। স্মরণ করে না এবং জ্ঞানের দুটো অক্ষরও ধারণ করে না। আমরা হলাম সদগুরুর অথবা ঠাকুরদাদার পৌত্র। পুরুষার্থের দ্বারা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। লৌকিক বাবার সম্পত্তি তো ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়। কিন্তু এখানে ভাগ করার মতো কিছুই নেই। এখানে পুরুষার্থ করতে হবে। চাঁদে কিংবা অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কিনতে হবে না। এখানেই রাজত্বের মালিক হও। অভিনয়টা তো এখানেই করতে হবে। চাঁদে কিংবা অন্য কোথাও যাওয়া উচিত নয়। এটাকে বিজ্ঞানের অহংকার বলা হয়। অতিরিক্ত অহংকার হয়ে যাওয়ার জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কত কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজার লক্ষ মাইল পর্যন্ত চলে যায়। ওরা বুঝতে পারে যে কতদূর এসেছি, চাঁদে কি আছে... ইত্যাদি। চাঁদ তো ঠান্ডা। কিন্তু সূর্যের সামনে গেলে পুড়ে যাবে। বিজ্ঞানের কত অহংকার। নাম দিয়েছে রকেট। বাবা বুঝিয়েছেন, সবথেকে বড় রকেট হল আত্মা। আসলে তো একটা বিন্দু। তার কি কোনো ওজন আছে? কিন্তু এই বিন্দুর মধ্যে কত জ্ঞান রয়েছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করল আর সেকেন্ডের মধ্যে উড়ে গেল। যাদের খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তারাই এইসব বুঝতে পারবে এবং বোঝাতে পারবে। শিববাবাও হলেন বিন্দু। লিঙ্গের প্রসঙ্গ উঠলে বোঝানো হয় যে আত্মা এবং পরমাত্মা কেউই এত বড় হয় না। কিন্তু এরপরেও দুনিয়ার মানুষ বলে যে পরমাত্মা হলেন ব্রহ্ম। কিছুই বুঝতে পারে না। যতক্ষণ না কেউ সামনে আসছে, ততক্ষণ পরমাত্মার নাম রূপ ইত্যাদি বুঝতে পারে না। আমরা হয়তো শিববাবার ছবি দেখাই। কিন্তু তিনি আসলে ঐরকম নন। তিনি হলেন বিন্দুরূপ। কিন্তু বিন্দুর পূজা করা কিভাবে সম্ভব? ফুল ইত্যাদি কার ওপরে দেওয়া হবে? তাই ভক্তিমার্গে পূজা করার জন্য বড় রূপ বানিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, কারোর বুদ্ধিতে যদি এই জ্ঞানটা ধারণ না হয়, তাহলে তাকে কেবল এইটুকু বোঝাও যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী, অর্থাৎ ঠাকুরদাদার পৌত্র। ভগবান শিব-ই হলেন সবথেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রচনাকে গড ফাদার বলা যাবে না। আমরা হলাম তাঁর পৌত্র। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরাও জানো যে আমরা এখন তমোপ্রধান শ্যামবর্ণ হয়ে গেছি। বাবার দ্বারা সতোপ্রধান গৌরবর্ণ হচ্ছি। রামও গৌরবর্ণ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের থেকে তাঁর দুই কলা কম ছিল। সেও এখন কালো হয়ে গেছে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তো বলে যে তাঁকে সাপ ছোবল মেরে ছিল। কিন্তু এইরকম কিছুই হয়নি। কাম-চিতায় বসার ফলে কালো হয়ে গেছে। পর্যায়ক্রমে শ্যাম এবং সুন্দর হয়। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একজন যাত্রী অনেকজনকে সুন্দর বানান, বিশ্বের মালিক বানান। তিনি কেবল তাঁকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে বলেন। নাহলে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে কিভাবে? বিকর্ম বিনাশের জন্য যোগ-অগ্নি প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। কেউ কেউ ভাবে যে আমরা তো বাচ্চা হয়েই গেছি। কিন্তু সারাদিন স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না এবং খুশির পারদ ঊর্ধগামী হবে না। যারা ২০-২৫ বছর ধরে জ্ঞানমার্গে চলছে তাদের বুদ্ধিতেও এটা ধারণ হয় না। তারপর পুরাতন দুনিয়াতে গিয়ে নিজের ভাগ্যকে খারাপ করে দেয়। মা-বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই ভাগ্য ভালো হওয়া শুরু হয়। মাম্মা-বাবা বলার জন্য তো স্বর্গের অধিকারী হয়ে গেছ। প্রজারাও বলে যে আমাদের হিন্দুস্তান সবথেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি সর্বশ্রেষ্ঠ হত, তাহলে এত ঋণ নেয় কেন? এইরকম কাঙালের মতো অবস্থা হয়েছে কেন? এখান থেকে অনেক সম্পত্তি নিয়ে গেছে। কারখানাগুলো থেকে অনেক রাজস্ব আদায় করা হয়। কারখানাগুলো না থাকলে তো একটাও চাকরি পাওয়া যেত না। চাকরি না পেলে পরিবারের দেখাশোনা করবে কিভাবে? দুঃখী হয়ে গেছে বলে ভারতের জন্য কত নিয়ম বার করেছে। বাচ্চাদের যাতে খুব কষ্ট না হয়, তার জন্যই এত নিয়ম। এখান থেকে অনেকেই বিদেশে চাকরি করতে যায়। কারণ ওখানে অনেক অর্থ

উপার্জন করা যায়। বাবা বলেন, আমি তো কাঁটাদেরকেও ভালোবাসি। সকল পতিতদেরকে পবিত্র করতে আসি। যেহেতু কাঁটাদের ওপরেও ভালোবাসা আছে, তাই যে বাচ্চা কাঁটা থেকে ফুল হয় তাকেও ভালোবাসি। ড্রামা অনুসারে সবাইকে সদগতি দিই। বলা হয়, রাম হল সকলের সদগতি-দাতা। তিনি নিশ্চয়ই কাঁটা এবং ফুল সকলের কাছেই প্রিয়। নিয়ম অনুসারে স্বর্গের রচনা হচ্ছে এবং তার জন্য যোগ্য বানাচ্ছেন। বলা হয়- হে পতিত-পাবন তুমি এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। তোমরা এখন জেনেছ যে পতিত-পাবন বাবা এসেছেন। তিনি সারা দুনিয়াকে, বিশেষ করে ভারতকে পবিত্র বানান। নিজের নাম রাখে সর্বদয়া লিডার। কেউ কেউ আবার শ্রী শ্রী ১০৮ নাম রেখে দেয়। সর্ব মানে তো সকলের। কোনো মানুষ-ই সকলের সদগতি করতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহ-ভানকে ভোলার জন্য জীবিত থেকেও মরতে হবে। নিজে মরে গেলে দুনিয়াটাও মরে যাবে। বারবার এই দেহ থেকে আলাদা হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) আমরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র। আমাদেরকে যোগ্য হয়ে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে।

বরদান : - প্রতিটি কদম বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমাত্ম-আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী আজ্ঞাবহ হও

আজ্ঞাবহ মানে হল বাপদাদার আজ্ঞা রূপী কদমের ওপরে কদম রাখা। যে এইরকম আজ্ঞাবহ, সে-ই সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা পরমাত্ম-আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। এটাই হল নিয়ম। এমনিতেও কেউ যদি কারোর ডাইরেকশন অনুসারে 'হাঁ জী' বলে এবং সেই মতো কাজ করে, তাহলে যার হয়ে কাজ করে তার আশীর্বাদ সে অবশ্যই পেয়ে যায়। আর এটা তো হল পরমাত্ম-আশীর্বাদ যা আজ্ঞাবহ আত্মাদেরকে সর্বদা ডবল লাইট বানিয়ে দেয়।

স্লোগান : - দিব্যতা এবং অলৌকিকতাকে নিজ জীবনের অলংকার বানিয়ে নিলে সাধারণত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে।